

যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ২৬

১/ বিবিধ

আরবী

الحدة تعترى خيار أمتي ضعيف

أخرجه الطبراني (3 / 118 و 1 / 123) وابن عدي (1 / 163) والمخلص في " الفوائد المنتقاة " (6 / 44 / 2) عن سلام الطويل عن الفضل بن عطية عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا وقال المخلص: قال البغوي: هذا حديث منكر، وسلام الطويل ضعيف الحديث جدا فأشار إلى أن الآفة من سلام هذا وهو الصواب خلافا لما ذكره ابن الجوزي في " الواهيات " على ما نقله المناوي عنه في " الفيض " حيث قال: لا يصح، وفيه آفات، سلام الطويل متروك، وكذا الفضل بن عطية، والبلاء فيه منه قلت: هو وإن كان ضعيفا فإنه لم يتهم بخلاف سلام الطويل فقد اتهمه غير واحد بالكذب والوضع، فالحمل فيه عليه أولى نعم لم يتفرد به، بل تابعه محمد بن الفضل عن أبيه به أخرجه أبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 61) والخطيب في " تاريخه " (14 / 73) ، ألا إن محمد بن الفضل هذا كذاب أيضا فلا يفرح بمتابعته! كذبه ابن معين والفلاس وغيرهما، وكأن الحافظ السخاوي لم يطلع على هذه المتابعة فقد اقتصر في " المقاصد الحسنة " (رقم 397) على إعلال الحديث بسلام الطويل وقال: وهو متروك، وعزاه لأبي يعلى والطبراني، وبالجمله فالحديث من هذا الوجه ضعيف جدا، لكن له شاهد بإسناد خير من هذا، رواه الحسن بن سفيان في " مسنده " وبشر بن مطر في "

حديثه " (3 / 89 / 1) وابن منده في " معرفة الصحابة " (2 / 264 / 2) وأبو نعيم في " أخبار أصبهان " (2 / 7) والخطيب في " الموضح " (2 / 50) عن دريد بن نافع عن أبي منصور الفارسي مرفوعا به وهذا سند ضعيف، فإن أبا منصور هذا مختلف في صحبته، وقد قال البخاري: حديث مرسل، والراوي عنه دريد، قال أبو حاتم: هو شيخ كما في " الجرح والتعديل " لابنه (1 / 438 / 2) ، وقال ابن حبان في " الثقات " (2 / 82) : هو مستقيم الحديث، وقد اضطرب عليه فيه، فرواه من ذكرنا عنه هكذا، ورواه الخطيب من طريق أخرى عنه عن منصور مولى ابن عباس مرفوعا. والله أعلم

বাংলা

২৬। ধর্মীয় চেতনা আচ্ছাদিত করবে আমার উম্মাতের উত্তম উত্তম ব্যক্তিগনকে।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি তাবারানী (৩/১১৮/১,১/১২৩), ইবনু আদী (১/১৬৩) ও মুখাল্লেস “আল-ফাওয়াইদুল মুনতাকাত” গ্রন্থে (৬/৪৪/২) সালামুত তাবীল সূত্রে ফযল ইবনু আতিয়া হতে ... বর্ণনা করেছেন।

বাগাবী বলেনঃ হাদীসটি মুনকার। সালামুত তাবীল হাদীসের ক্ষেত্রে নিতান্তই দুর্বল বর্ণনাকারী।

ইবনুল জাওয়াযী বলেনঃ সালামুত তাবীল মাত্ররূক অগ্রহণযোগ্য এবং ফযল ইবনু আতিয়াও তার ন্যায়।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ফযল ইবনু আতিয়া যদিও দুর্বল তবুও তাকে হাদীস জাল করার মত দোষ দেয়া যায় না। তবে সালামুত তাবীল তার বিপরীত। কারণ তাকে মিথ্যুক ও জালকারী হিসাবে একাধিক ব্যক্তি দোষী করেছেন। হ্যাঁ তার একটি মুতাবায়াত পাওয়া যায় মুহাম্মাদ ইবনু ফযল হতে, যেটি আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৬১) ও আল-খাতীব তার “আত-তারীখ” গ্রন্থে (১৪/৭৩) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ মুহাম্মাদ ইবনুল ফযলও মিথ্যুক। তার মুতাবায়াত দ্বারা খুশি হওয়ার কিছু নেই। কারণ তাকে ইবনু মা'ঈন, ফাল্লাস ও অন্যান্য মিথ্যুক বলেছেন। [মুতাবাআতের অর্থ জানা জন্য ৫৭ পৃষ্ঠা দেখুন।]

তা সত্ত্বেও হাদীসটি জাল এরূপ হুকুম লাগানো যাচ্ছে না। কারণ এর শাহেদ অন্য সনদে মিলছে, যার অবস্থা এটির চেয়ে উত্তম। সেটি হাসান ইবনু সুফিয়ান তার “মুসনাদ” গ্রন্থে, বিশর ইবনু মাতার তার “হাদীস” গ্রন্থে (৩/৮৯/১), ইবনু মান্দা “মারিফাতুস সাহাবা” গ্রন্থে (২/২৬৪/২), আবু নু'য়াইম “আখবারু আসবাহান” গ্রন্থে (২/৭) ও আল-খাতীব “আল-মুওয়াযযিহ” গ্রন্থে (২/৫০) দূরায়েদ ইবনু নাফি'র সূত্রে আবু মানসূর আল ফারেসী

হতে বর্ণনা করেছেন।

এ সনদটিও দুর্বল। কারণ আবু মানসূর সম্পর্কে ইমাম বুখারী বলেনঃ তার হাদীস মুরসাল। আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্ন ভাষায় ও সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই মিথ্যুক হতে খালী নয়। নিম্নে সেগুলোর তিনটি উল্লেখ করা হলোঃ (দেখুন পরেরগুলো)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

🔗 Link — <https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=5287>

📄 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন